ব্রি ধান৩২

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৩২ আমন মৌসুমের একটি জাত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯৪ সালে এ জাতটি উদ্ভাবন করে।

ব্রি ধান৩২

জাতের বৈশিষ্ট্য

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১২০ সেমি।
- চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।
- গাছটি কম মজবুত বলে ঢলে পড়ার প্রবণতা রয়েছে।

এ জাতের বিশেষ জীবনকাল

জাতটির আলোক সংবেদনশীলতা নেই বলে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের মধ্যে যখনই বীজ বপন করা হোক না কেন এর জীবনকাল ১৩০ দিনই। সময়মত বপন ও রোপণ করলে অতি সহজেই রবি ফসল, যেমন- গম, ডাল, সরিষা, সবজি ইত্যাদি চাষ করা সহজ।

জীবনকাল

এ জাতের জীবনকাল ১৩০ দিন।

ফলন ঃ

ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ৫ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ৫-১৫ আষাঢ় (২০-৩০ জুন)।

২. **চারার বয়সঃ** ২৫-৩০ দিন

৩. **রোপণ দুরত্বঃ** ২০ সেমি × ১৫ সেমি

৪. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৪.১ ইউরিয়া	ডিএপি	এমওপি	জিপসাম
১২	৭	১০	৭

৪.২ জমি তৈরির শেষ চাষে সমস্ত ডিএপি/টিএসপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান ভাগে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর, ২য় কিস্তি চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

*** ডিএপি সার ব্যবহার করলে সববেত্রেই প্রতি কেজিতে ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কম ব্যবহার করলেই হবে**

৫. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** অনুমোদিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

৬. **আগাছা দমন ঃ** রোপণের পর ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিলে ফলন বৃদ্ধি পাবে।

৮. **ফসল কাটা ঃ** ১৫-৩০ কার্তিক (৩০ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর)

মন্তব্যঃ পরিমিত সার প্রয়োগে, বিশেষত ইউরিয়া ও পটাশ সার প্রয়োগে ঢলে পড়া অনেকাংশে প্রতিরোধ করা যায়। তাছাড়া একটু উঁচু জমিতে এর চাষ করা উত্তম, যাতে ঢলে পড়ার প্রবণতা কমে আসে।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd